তারিখ 09 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১৮

সমকাল

অবৈধ ইংরেজি মাধ্যম স্কুল বন্ধ হচ্ছে

■ সাব্বির নেওয়াজ

সারাদেশে অনুমোদনহীন ইংরেজি মাধ্যম স্কুল বন্ধ করে দেবে সরকার। বন্ধ করা হবে অনুমোদিত স্কুলের অবৈধ শাখাও। স্কুলের পরিচালনা ও সার্বিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করতে মনিটরিং সেল, ভর্তি ফি নির্ধারণসহ বেশ কয়েকটি শর্তযুক্ত যুগোপযোগী নীতিমালা করা হবে। পাশাপাশি রাজধানী ঢাকার অভিজাত আবাসিক এলাকায় পরিচালিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোকে বাণিজ্যিক এলাকায় সরে যাওয়ার জন্য চিঠি দেওয়া হবে। কেবল রাজধানী ঢাকাতেই ছোট-বড় প্রায় সাড়ে তিনশ' অবৈধ ইংরেজি মাধ্যম স্কুল রয়েছে বলে জানা গেছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক এটিএম মইনুল হোসেন সমকালকে জানান, ঢাকা বোর্ড থেকে মাত্র ১৬৫টি প্রতিষ্ঠান ইংরেজি মাধ্যম স্কুল হিসেবে তাদের অনুমোদন নিয়েছে। বৈধ প্রতিষ্ঠানগুলোকে আবাসিক এলাকা থেকে সরিয়ে দিতে এবং অবৈধগুলোকে বন্ধ করতে শিগগিরই বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করে অভিযান চালাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন অভিভাবকরা।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সোমবার সমকালকে বলেন, 'অবৈধ কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই আর চলতে দেওয়া হবে না। সরকারের নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন মেনে যারা প্রকৃতই শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রতিষ্ঠান চালাতে চান, কেবল তারাই থাকবেন। যে প্রতিষ্ঠানের নিজেরই অনুমোদন নেই, অবৈধভাবে চলে, সে প্রতিষ্ঠান কীভাবে শিক্ষাদানের মতো মহৎ কাজ করবে?'

সম্প্রতি গুলশানে হলি আর্টিসান বেকারিতে জঙ্গি হামলার পর আবাসিক এলাকার বৈধ ও অবৈধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে সরকার। এগুলোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে শিগগিরই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, রাজউক ও সিটি করপোরেশনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হবে। এদিকে বিতর্কিত পিস স্কুল বন্ধ হওয়ার পর সরকারের নেওয়া এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে অভিভাবকরা বলছেন, 'কোনো শিক্ষার্থী যেন কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা মাথায় রাখতে হবে।'

এ প্রসঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান সমকালকে বলেন, 'একজন মিষ্টির দোকানদারও ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করেন। নিয়মকানুন মানেন। আর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাবে, ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

অবৈধ ইংরেজি মাধ্যম স্কুল বন্ধ

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

তাও অনুমোদন ছাড়া! এটা হয় না।' তিনি বলেন, 'আমরা প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে অনুরোধ করেছি।' তিনি আরও বলেন, 'যারা নিবন্ধন নেয়নি শুধু তারা নয়, যারা অনুমোদন নিয়ে অবৈধ শাখা পরিচালনা করছে, তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' গতকাল সোমবার সমকালের সঙ্গে আলাপকালে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মাহবুবুর রহমান বলেন, 'ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো ব্রিটিশ কাউন্সিলের সিলেবাস ও কারিকুলাম পড়ায়। তারা কেবল শিক্ষা বোর্ড থেকে একটি রেজিস্ট্রেশন নেয়। যারা রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিলে বোর্ড সর্বাত্মক সহায়তা দেবে।'

বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, শুধু ইংলিশ মিডিয়াম নয়, প্রি-ক্যাডেট মাদ্রাসা, সাধারণ স্কুলসহ বাংলা মাধ্যমে পরিচালিত নিবন্ধনহীন প্রতিষ্ঠানও কয়েক হাজার। এগুলোর বিরুদ্ধেও শিগগিরই অ্যাকশন শুরু হবে।

অভিভাবকরা যা বলছেন : তবে বেশ কয়েকজন অভিভাবক বলেছেন, 'বছরের মাঝামাঝি সময়ে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিলে শিক্ষার্থী, অভিভাবকরা ভোগান্তিতে পড়বেন।' সরকারের কাছে এ বিষয়টি মাথায় রাখার অনুরোধ করেন তারা। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল অভিভাবক ফোরামের সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট আমিনা খাতুন রত্না সমকালকে বলেন, 'সরকারের এ সিদ্ধান্তকে আমরা অভিনন্দন জানাই। তবে বছরের মাঝামাঝি সময় প্রতিষ্ঠান বন্ধ হলে সন্তানদের কোথায় নিয়ে যাব?' অভিভাবকদের ঐক্য ফোরামের চেয়ারম্যান জিয়াউল কবির দুলু সমকালকে বলেন, 'বন্ধ না করে এসব প্রতিষ্ঠানে সরকারি মনিটরিং বাড়ানো দরকার। যারা নিবন্ধন নিতে চায়, দ্রুততম সময়ে তাদের নিবন্ধন দেওয়া উচিত। সরকারের মনিটরিং না থাকায় এগুলো গড়ে উঠেছে। হঠাৎ করে বন্ধ করলে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হবে।' ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে বাংলা পড়ানো বাধ্যতামূলক, টিউশন ফি পুনর্নির্ধারণসহ কিছু শর্ত জুড়ে দেওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি।

মন্ত্রণালয়ে পড়ে আছে খসড়া নীতিমালা : ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানা গেছে, এখন পর্যন্ত মাত্র ১৬৫টি এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বোর্ড থেকে রেজিস্ট্রেশন নিয়েছে। তবে অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান আছে প্রায় সাড়ে তিনশ'। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর বিষয়ে সঠিক কোনো তথ্যও শিক্ষা বোর্ড বা মাউশির কাছে নেই। ২০১১ সালে শিক্ষা বোর্ডগুলো অনুমোদনহীন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় কাজ খুব একটা এগোয়নি। পরে ২০১৩ সালে দেশে পরিচালিত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের জন্য একটি পৃথক নীতিমালা প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা দেন উচ্চ আদালত। সে অনুযায়ী দ্রুতই ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের জন্য খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের কর্মকর্তারা এ নিয়ে তেমন আগ্রহ দেখাননি। উল্টো এ বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরির জন্য ওই সময়ের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) এএস মাহমুদকে (বর্তমানে অতিরিক্ত সচিব) আহ্বায়ক করে যে কমিটি গঠন করা হয়, তাতে প্রাধান্য দেওয়া হয় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রধানদের। এখনও ওই কমিটির খসড়া প্রতিবেদন আলোর মুখ দেখেনি।